|  |
| --- |
| **কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মানবসম্পদের ভূমিকা অপরিহার্য। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উন্নত নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) পদ্ধতি উন্নত করার কার্যক্রম গ্রহণ করে মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি-২০২২)-এর ৪.২.২-এর আলোকে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ১৫.8 শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যেখানে নারী শিক্ষার্থীর হার ২৭ শতাংশ। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে এ বিভাগ গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষানীতির সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা সেবা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০২২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ‘কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) উন্নয়ন পরিকল্পনা’ অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

Allocation of Business অনুযায়ী নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রেড এবং টেকনোলজিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা, নারী শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা, কারিগরি শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধিতে নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, নারী বান্ধব ট্রেড ও টেকনোলজি চালুকরণ, নতুন ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ এবং সকল প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কমনরুম ও টয়লেট স্থাপনের মতো কার্যক্রমসমূহের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এ বিধৃত নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এসএসডিপি-২০২২) প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে ভর্তির জন্য নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা শিথিল করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার ২০২৩ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষানীতি-২০১০ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশনা রয়েছে। সেগুলো হলো−কারিগরি শিক্ষায় নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা সৃষ্টি করা এবং নারীকে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন করা, কারিগরি প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোনো ক্ষেত্রেই বৈষম্য না রাখা এবং সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | 119 | 96 | 23 | 19.3 |
| কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর | 79 | 66 | 13 | 16.5 |
| বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ | 20,676 | 17,496 | 3,180 | 15.4 |
| কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়  | 101 | 87 | 14 | 13.9 |
| পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | 5,186 | 4,951 | 235 | 4.5 |
| কারিগরি স্কুল ও কলেজ | 2,473 | 2,063 | 410 | 16.6 |
| অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ | 124 | 101 | 23 | 18.5 |
| মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর | 30 | 20 | 10 | 33.3 |
| সরকারি মাদ্রাসাসমূহ | 125 | 84 | 41 | 32.8 |
| বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট | 29 | 26 | 3 | 10.3 |
| বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ | 1,65,056 | 1,43,199 | 21,857 | 13.2 |
| জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার) | 85 | 81 | 4 | 4.7 |
| **মোট :** | **1,94,083** | **1,68,270** | **25,813** | **13.3** |

সূত্র : ব্যানবেইস।

**৩.২ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (সরকারি) | ১০,৬৮৩ | ৮,৯৩০ | ১,৭৫৩ | ১৬.৪ |
| কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (বেসরকারি) | ৪৪,৬২১ | ৩৫,০২৮ | ৯,৫৯৩ | ২১.৫ |
| মাদ্রাসা শিক্ষা (সরকারি) | ৮১ | ৭১ | ১০ | ১২.৪ |
| মাদ্রাসা শিক্ষা (বেসরকারি) | ১,১৮,৯২৭ | ৯৫,৯৩০ | ২২,৯৯৭ | ১৯.৩ |
| **মোট :** | **১,৭৪,৩১২** | **১,৩৯,৯৫৯** | **৩৪,৩৫৩** | **১৯.7** |

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ১,৭৫৩ জন নারীশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন, যেখানে নারীশিক্ষককের হার ১৬.৪ শতাংশ। এছাড়াও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষককের হার ২১.৫ শতাংশ এবং সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীশিক্ষকের হার যথাক্রমে ১২.৪ শতাংশ ও ১৯.৩ শতাংশ।

**৩.৩ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি** | **মোট** | **ছাত্র** | **ছাত্রী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (স্কুল) | ৩,৪৭,৩০৮ | ২,৩৪,২৮৮ | ১,১৩,০২০ | ৩২.৫ |
| কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (কলেজ) (ডিপ্লোমাসহ)  | ৮,৮১,৮৯৫ | ৬,৬১,৫০৬ | ২,২০,৩৮৯ | ২৫.০ |
| মাদ্রাসা | ২৭,৬২,২৭৭ | ১২,৮৪,৩০৭ | ১৪,৭৭,৯৭০ | ৫৩.৫ |
| কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (ভর্তিকৃত) | ১২,২৯,২০৩ | ৮,৯৫,৭৯৪ | ৩,৩৩,৪০৯ | ২৭.১ |
| শিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিটিটিসি ও ভিটিটিআই) | ২,৮৭৪ | ২,৬২৯ | ২৪৫ | ৮.৫ |
| **মোট :** | **৫২,২৩,৫৫৭** | **৩০,৭৮,৫২৪** | **২১,৪৫,০৩৩** | **41.১** |

সূত্র : ব্যানবেইস।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| অবকাঠামো উন্নয়ন | কারিগরি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেমন−৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে, ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টিএসসি স্থাপন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।  |
| এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি | বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি মোট ১০,৮৫৬টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ২০৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ভর্তির হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। |
| শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম | কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪,১৫৩ জন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,০২৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ASSET শীর্ষক চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ৬,৫১,০০০ জন যুবক ও যুব মহিলার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। |
| শিল্পকারখানার সাথে সংযোগ স্থাপন | কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা ও চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ দেশের সকল সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিতভাবে জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। জব ফেয়ারের মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীরা দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (৯ম-১০ম) | অনুপাত | ৬৭:৩৩ | ৬৭.৫:৩২.৫ |
| ২. | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (১১শ-১২শ) | অনুপাত | ৭১:২৯ | ৭১:২৯ |
| ৩. | কারিগরি শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত | অনুপাত | ৭৩:২৭ | ৭৩:২৭ |
| ৪. | দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (৬ষ্ঠ-১০ম) | অনুপাত | ৪২:৫৮ | ৪৩.৪:৫৬.৬ |
| ৫. | আলিম পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত (১১শ-১২শ) | অনুপাত | ৫০:৫০ | ৫০:৫০ |
| ৬. | মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত | অনুপাত | ৪৫:৫৫ | ৪৫.৭:৫৪.৩ |

**সূত্র : ব্যানবেইস।**

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

বিদ্যমান পলিটেকনিকসমূহে নারী শিক্ষার্থী ভর্তির কোটা ১০% থেকে বাড়িয়ে ২০%-এ উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া ডিপ্লোমা ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি নীতিমালা-২০২২ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থী ভর্তির হার ইতোমধ্যে ১৫.8%-এ উন্নীত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৭% নারী শিক্ষার্থী। উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করতে G2P Payment System-এ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি সকল কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১০০% নারী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩,৭৫৫টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৬,৪১,৩০০ জন কারিগরি শিক্ষার্থীকে ১৬৭.৯৬ কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১২,৩৩,৪৮২ জন শিক্ষার্থীকে ৩৪৫.৫৫ কোটি টাকা বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* প্রথাগত পশ্চাৎপদ ধারণাগত কারণে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর অনাগ্রহ;
* বিরাজমান সামাজিক ও রক্ষণশীল মানসিকতা এবং বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থা;
* নারী-পুরুষ বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক জীবনধারায় অভিন্ন মানসিকতার অভাব; এবং
* মানসম্পন্ন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের ধীরগতি।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৫০%-এ উন্নীত করার প্রচেষ্টা নেয়া;
* মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর মানসম্পন্ন অংশগ্রহণমূলক মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
* ছাত্রীদের জন্য নারীবান্ধব পরিবেশের ব্যবস্থা করা;
* সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ করা; এবং
* নারীবান্ধব ট্রেড এবং টেকনোলজি প্রবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। প্রচলিত কারিগরি ট্রেডসমূহে মেয়েশিক্ষার্থীরা ততটা আগ্রহী হয় না বিধায় ফুড প্রসেসিং, টেইলরিং, বিউটি টেকনিশিয়ান এবং ক্ষেত্রবিশেষে অ্যাগ্রো ফার্মিং ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্স চালু করা।